সংবাদ

তারিখ 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে মনিটরিং এবং দায় এড়ানোর দায়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ট্রাস্টি বোর্ডে সরকারি একজন পর্যবেক্ষক দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গত রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। এদিকে এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাবেক মহাসচিব আবুল কাসেম হায়দার বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য ইউজিসিকে বছরে এক লাখ টাকা দেয়া হয়, 'জঙ্গি খোঁজার দায়িত্ব তাদেরই। তারা জঙ্গি খুঁজে না পেলে চাঁদাবাজি বন্ধ করুক।' ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেছেন, জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার জন্য ইউজিসিতে কোন সেল বা বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ নেই। আইনে এটা আমাদের কাজও না। জঙ্গি তৎপরতা মনিটরিংয়ে ৩ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ আছে কি নেই সেটা দেখার দায়িত্ব কার এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই নানা কৌশলে এ দায় অস্বীকারের চেষ্টা করছে। ইউজিসি বলতে চাচ্ছে জঙ্গিবাদ মনিটরিং করতে তারা আইনত বাধ্য নয়। আমরা জানতে চাই, তারা যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ মনিটর করে তবে আইন তাদের বাধা দেবে কি না। তারা যে এখন জঙ্গিবাদবিরোধী মানববন্ধন করেছে বা জঙ্গিবাদ মনিটর করতে একটি কমিটি করেছে সেটা কোন আইনের বলে করা হয়েছে। এখন যদি আইন না বদলেই মনিটরিং করার উদ্যোগ নেয়া যায় তাহলে আরও আগেই কেন এ উদ্যোগ নেয়া হলো না। ইউজিসি তো অনেক আগেই নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদী বইপত্রের সন্ধান পেয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করাই তো তাদের দায়িত্ব। আর এ কাজের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে টাকাও আদায় করে।

ইউজিসি বলছে, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের বই পাওয়ার বিষয়সহ নানা অনিয়মের বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক মাসের সময় দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিবেদন দিতে বলেছিল। কিন্তু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ছয় মাস পরে দায়সারা প্রতিবেদন দিয়েছে। যথাসময়ে প্রতিবেদন না দেয়ায় মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা নিয়েছে আর ইউজিসিই বা এতদিন হাত গুটিয়ে বসে রইল কেন সেটা একটা প্রশ্ন। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদেরও দায়দায়িত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যেও দায় এড়ানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

আমরা বলতে চাই, দায় এড়ানোর সংস্কৃতি প্রকারান্তরে জঙ্গিবাদকেই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই দায় এড়ানোর অপসংস্কৃতি ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেককে তার স্থান থেকে জঙ্গিবাদবিরোধী সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে।